ক্যালিপসো সুরে বিশ্বকাপ ক্রিকেট

অতিথি সম্পাদকদের কথা

জিয়াউল করিম লোটাস ও জহিরুল ইসলাম নাদিম

ফিরে এসেছে আবার মাদকতাপূর্ণ বিশ্বকাপ ক্রিকেট। এবার বাড়ীর কাছে। ক্যারিবিয়ানে হবে আয়োজন। ইতিমধ্যে শুনেছি, অনেকেই পাড়ি জমাচ্ছে উত্তর আমেরিকা থেকে এই মাদকতার সাধ নিতে। টিকেটের জন্য সারি ধরতে হয়েছে মাস ছ' আগে। যা শুনেছি, দলে দলে যাচ্ছে ক্রিকেটামোদীরা ক্যারিবিয়ানে মার্চের তের থেকে এপ্রিলের আঠাশ পর্যন্ত যেদিন হবে ফাইনাল। বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা খেলবে ত্রিনিদাদ আর টোবাগোতে। যেতেই হবে যেন সেখানে।

অঘটনের পটিয়শী খেলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট। সেটাই দরকার বড় বেশী এবার। অসিদের হলুদ চোখে আর সয় নয়। আর সেই স্বাদ দিতেই এবার বেশ ক'জন ক্রীড়ালেখক লিখেছেন ঢাকা থেকে। তার সাথে আছে লেখা উত্তর আমেরিকা থেকে। সব বিচার বিশে-ষণ করে দেখা যাক, অসিদের ঠেকানো যায় কিনা এবার। তার চেয়ে বড় হলো, অঘটন ঘটিয়েই হোক বা খেলা দিয়েই হোক, দ্বিতীয় পর্বে যেতে হবেই বাংলাদেশকে। ক্যালিপসো সুরের বাঁশীতে। ❐

বিশ্বকাপ ক্রিকেট: একটি পূর্বাবলোকন

জহিরুল ইসলাম নাদিম

সময় কত দ্রুত উড়ে যায়!

সময় যদি এভাবে উড়াল না দিত তাহলে দেখতে না দেখতে এক বিশ্বকাপ গিয়ে আরেক বিশ্বকাপের মুখে পড়তাম আমরা? এই না সেদিন আফ্রিকার মাটিতে প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজনের নানা ফাঁক-ফোকর নিয়ে মুখর হয়েছি, বাংলাদেশের যাচ্ছে-তাই পারফরমেন্সে প্রথমে নাক সিঁটকেছি-পরে ব্যথিত হয়েছি-তারও পরে নতুন আশায় বুক বেঁধেছি, ভাগ্যের নির্মম চাবুকের হাতে আবারও স্প্রিংবকদের মার খেতে দেখেছি-সমর্থক না হয়েও অস্ট্রেলিয়ার উপর্যুপরি শিরোপার জয়ের স্বাদ নিতে দেখেছি- ইত্যাদি ...ইত্যাদি। কিন্তু ঠিক যে চার বছরই জীবন থেকে এভাবে লাপাত্তা হবে তা কে ভেবেছে? কিন্তু সত্য এটাই আর সত্য সর্বদাই তেতো। অনেকটা সেই সত্যকে প্রমাণ করতে-তার চেয়ে বেশী নতুন এক বিশ্বজয়ীকে (নাকি শিরোপা এবারও অসিরাই হস্তগত করবে?) উপহার দিতে নবম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসছে এই মার্চে। আর এবার ভেন্যু আফ্রিকা থেকে চলে এসেছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে - ওয়েষ্ট ইন্ডিজে। ওয়েষ্ট ইন্ডিজ অঞ্চলটি তৈরী বেশ ক'টি স্বাধীন দেশ যেমন অ্যান্টিগুয়া এবং বারমুডা, বার্বাডোজ, ডমিনিকা, গ্রেনাডা, গায়ানা, জ্যামেইকা, সেন্ট কিটস এবং নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডিনস আর ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো কে নিয়ে। সাথে অবশ্যই রয়েছে কিছু ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল যথা এংগুইলা, মন্টসেরাট, ব্রিটিশ আইল্যান্ডস এবং ইউ এস ভার্জিন আইল্যান্ডস। এই সব দেশগুলোর মধ্যে অনেকেরই আবার নিজস্ব জাতীয় দল আছে। তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে অংশ নেয়।

২০০৩-এর চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলে খ্যাত দ্বীপ-পুঞ্জে এবার বসতে যাচ্ছে বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে জমজমাট এবং উত্তেজনাপূর্ণ আসর বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০০৭। এই নিয়ে গত চার বছর ধরে তেতে আছে স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ। নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ-পুরনোগুলোর লাগসই সংস্কার, প্র্যাকটিস ভেন্যু

নির্ধারণ, আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি, ট্যুরিস্টদের জন্য প্রয়োজনীয় ভিসার ব্যবস্থা করা নিয়ে তাদের ঘুম প্রায় হারাম। অনেকেই বলছেন কাজ এগিয়েছে শম্বুক গতিতে। এখনও নাকি প্রয়োজনীয় অনেক কাজই সারা হয়নি। আবার কেউ কেউ আশাবাদী। ক্রিকেটের স্বর্গ বলে পরিচিত উইন্ডিজ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বকে অস্বীকার করবে না। উদ্বোধনের দিন ঠিকই গুছিয়ে ফেলবে সব কিছু। যখনই এরকম বিশ্ব পর্যায়ের কোনো আসর মাঠে গড়ায় তখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি দর্শকের মনে একটিই মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন আলোড়ন তুলতে থাকে। কে হবে এবারকার চ্যাম্পিয়ন?

অস্ট্রেলিয়া ঃ

প্রথমে অবশ্যই বলতে হবে গত দু'বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া দলের কথা। যে কোনো বিচারে তারাই ফেভারিট। সর্বাধিক তিন বার শিরোপা জয় করা ছাড়াও ফাউনালে উঠেছিল আরো দু'বার। দলনায়ক রিকি পন্টিং একদম সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন দলটির। তার ব্যাট যেন স্বর্ণগর্ভা। প্রতি নিয়ত উপহার দিয়ে চলেছে ফিফটি, সেঞ্চুরি। পেশাদারিত্ব, রিজার্ভ বেঞ্চে বিশ্বমানের খেলোয়াড়ের প্রাচুর্য অসিদের শক্তির উৎস। সম্প্রতি নিজেদের মাটিতে ইংল্যান্ডকে ৫-০ হোয়াইট ওয়াশ করে হারানো অ্যাশেজ পুনরুদ্ধার করেছে দলটি। তবে অধিক সন্তুষ্টি শেষ পর্যন্ত ভরাডুবির কারণ হতে পারে। তার কিছুটা নমুনা মিলেছে সম্প্রতি শেষ হওয়া ট্রাই নেশনস সিরিজে। 'দুর্বল' ইংল্যান্ডের কাছে ফাইনালে নাস্তানাবুদ হবার আগে গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে হার মানে অসিরা। এর ওপর দল থেকে অবসরের ঘোষনা দিয়েছেন ম্যাকগ্রা, হেইডেনের মত বিশ্বজয়ীরা। যদিও তাদের এই অবসর টেস্ট খেলা থেকে এবং বিশ্বকাপে তারা খেলবেন তবু বিদায়ের সুর বুকে নিয়ে তারা মাঠের খেলায় কতটা মনোনিবেশ করতে পারবেন তা দেখার বিষয়।

বিশ্বকাপের ভারতীয় দলে সৌরভ গাঙ্গুলী ফিরে এলেন

দঃ আফ্রিকা ঃ

এর পর আই সি সি র‍্যাংকিং এ দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলি। সম্প্রতি নিজের মাটিতে ভারত ও পাকিস্তানকে এক দিনের খেলাগুলোতে গো-হারা হারিয়েছে। টেস্ট সিরিজও জিতেছে ভারত-পাকিস্তান দুই দলের বিরুদ্ধে। পঁচিশ বছর বয়সী বাঁ হাতি অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ প্রোটিয়াস দলের ব্যাটিং স্তম্ভ। তাকে যোগ্য সহায়তা দিতে প্রস্তুত ডি ভিলিয়ার্স, ক্যালিস, পিটারসন, প্রিন্স, গিবস প্রমুখরা। বল হাতে মাথায়া এনটিনি যেন একাই একশ। শন পোলক চির দিনের নির্ভরতা। আছেন হল, নেল, কেম্প, টেলিমেকাস। অল রাউন্ডার ক্যালিসের মিডিয়াম পেস স্মিথের জন্য মহা অস্ত্র। সব চেয়ে বড় কথা জন্টি রোডসের অনুসারীরা ফিল্ডিং এর ক্ষেত্রে একই 'রোড' ধরে হাঁটেন।

পাকিস্তান ঃ

পাকিস্তান বরাবরই আনপ্রিডেক্টিবল অর্থাৎ বোঝা যায় না। আজ হয়ত দুর্বল জিম্বাবুয়ের কাছে হোঁচট খেল তো কাল পা ভেঙ্গে দেবে বিশ্বসেরা অসিদের। নির্বাচকরা ফিটনেস নিয়ে শংকায় থাকা শোয়েব আসিফদের দলভূক্ত করে বড় ধরনের জুয়া খেলেছেন। বিশ্বকাপ জিতে ঘরে ফিরতে পারলে ইনজির দল নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আবহাওয়া বরাবরই জোরে বলারদের সহায়তা দিয়ে এসেছে। পাকিস্তান সেখানে আশাতীত ভাল করতে পারে বলে সাবেক পাক অধিনায়কদের অনেকেই মনে করেন। প্রথাগত ভাবে বোলিং ডিপার্টমেন্ট পাক দলের মূল ভরসার স্থল। শোয়েব,আসিফ, উমর গুলরা সুস্থ থাকলে প্রতিপক্ষের খবর আছে। সাথে থাকবে অল রাউন্ডার আব্দুল রাজ্জাক আর শহীদ আফ্রিদির যোগ্য বোলিং সহায়তা। হাত ঘুরিয়ে সাফল্য পেতে অভ্যস্থ শোয়েব মালিকও। বর্তমানের সময়ের সেরা ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ ইউসুফ পাকিস্তান দলের ব্যাটিং নিউক্লিয়াস। তাকে ঘিরে প্রদক্ষিণরত নক্ষত্রের মধ্যে বেশি আলো ছড়াবেন ইউনুস খান আর কাপ্তান ইমজামাম স্বয়ং। উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান নিয়ে যা একটু সমস্যায় আছে তারা।

ভারত ঃ

ভারতকে সব সময়ই বলা যায় কাগুজে বাঘ। দলে এমন এমন সব নাম যে শুনলেই বিপক্ষ দলের বোলারদের কান্না চলে আসার কথা। কিন্তু মাঠের খেলায় প্রায়শই তাদেরকেই উল্টো কাদঁতে দেখা যায়। যেমন শ্রীলংকার সাথে চার ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয়টিতে শচীন- গাঙ্গুলীর সেঞ্চুরি পার্টনারশীপের পর যখন মনে হচ্ছিল আট উইকেটের জয় বুঝি আর দু'কদম দূরে, সেখানেও পাঁচ রানের পরাজয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় দ্রাবিড়ের গোর্য়াতুমি আর চ্যাপেলের ষড়যন্ত্রের শিকার টিম ইন্ডিয়াকে। অথচ সৌরভ যখন দলপতি ছিলেন তখন ক্রমাগত উন্নতির গ্রাফের মধ্য দিয়ে গেছে দল। এমনকি গত বিশ্বকাপের ফাইনালিস্টও তারা। সবচেয়ে বড় কথা যে প্রচন্ড লড়াই করে প্রায় দু'বছর বাদে ওয়ানডে দলে ফের প্রবেশাধিকার পেয়েছেন বাঙ্গালী বাবু সৌরভ। এবং দলে এসেই দলের রূপ বদলে দিয়েছেন অনেকটা। তার চমৎকার সব ইনিংসের ওপরই গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক সাফল্যগুলোর ভিত।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালগুলো ঃ

সাল	চ্যাম্পিয়ন	বনাম	স্কোর
১৯৭৫	ওয়েষ্ট ইন্ডিজ	অষ্ট্রেলিয়া	১৭ রানে
১৯৭৯	ওয়েষ্ট ইন্ডিজ	ইংল্যান্ড	৯২ রানে
১৯৮৩	ভারত	ওয়েষ্ট ইন্ডিজ	৪৩ রানে
১৯৮৭	অষ্ট্রেলিয়া	ইংল্যান্ড	৭ রানে
১৯৯২	পাকিস্তান	ইংল্যান্ড	২২ রানে
১৯৯৬	শ্রীলঙ্কা	অষ্ট্রেলিয়া	৭ উইকেট
১৯৯৯	অষ্ট্রেলিয়া	পাকিস্তান	৮ উইকেট
২০০৩	অষ্ট্রেলিয়া	ভারত	১২৫ রানে

আবারো আস্থার প্রতীক হয়ে ব্যাট চালাচ্ছেন ড্যাশিং বাঁ-হাতি ওপেনার। সাম্প্রতিক তার কয়েকটি স্কোর দেখুন ৯৮, ৬৮, ৬৬, ৪৮... ইত্যাদি। শচীন তার আগের ধার অনেকটাই হারিয়ে এখন শান্ত। তবে এই সেদিনও নিজের একচলি-শতম শতক হাঁকিয়ে জানান দিয়েছেন তিনি নিঃশেষিত নন। অফ ফর্ম নিয়ে বিপাকে আছেন মিস্টার ওয়াল খ্যাত রাহুল দ্রাবিড়। ইনজ্যুরি কাটিয়ে দলে ফেরা যুবরাজ ঠিক সময়ে জ্বলে উঠতে পারলে হবেন তুরুপের তাস। নবীন ওপেনার রবিন উথাপ্পার মারে আছে রবিন সিংয়ের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের ছায়া। খুব ভালো। সম্প্রতি হার্ড হিটার ধোনি নিজের স্টাইল ভুলে দ্রাবিড়ের খেলা খেলছেন। যেমন ৬৮ বল খেলে নিয়েছেন প্রথম চার। এই অভিযোজন ক্ষমতা দলকে উপকৃত করবে আরো। উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিক চমৎকার। সাথে ইরফান খানের নয়ন জুড়ানো ব্যাট আর ড্রাইভ যোগ হলে ভারতের ব্যাটিং আবার বিশ্বসেরা। বোলিংয়ের নাক বরাবরে মত একটু চ্যাপ্টা। অনেক দিন বাদে দলে ফিরে জহীর খান ঝলসে উঠেছেন। শ্রীলংকার বিপক্ষে পাঁচ উইকেট নিয়ে জীবনের সেরা বোলিং নৈপুণ্য দেখালেন এই সেদিন। যদি ইরফান ফিরে পান তার ফর্ম তাহলে অধিনায়ক আর শ্রীশান্তের চাপ অনেকটাই কমবে। মুনাফ প্যাটেলও আজকাল ভাল বল করছেন। স্পিন বিভাগে অনিল কুম্বলে আর হরভজন বিশ্বসেরা। সাথে থাকবে শচীন আর শেবাগের ঘুর্ণি বল। ও হো বিরুর কথাতো বলাই হয়নি। নিদারুন ফর্মহীনতায় ভুগছেন এই ড্যাশিং ওপেনার। তবু বড় ম্যাচের খেলোয়াড় হিসেবে দলে স্থান পেয়েছেন শেবাগ। তার ফর্ম প্রাপ্তি ভারতের বিশ্বকাপ প্রাপ্তির নিয়ামক প্রমানিত হতে পারে।

ইংল্যান্ড ঃ

সম্প্রতি ইংল্যন্ড দল এক মিশ্র সফর সাঙ্গ করে অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরেছে। যদিও ৮৬ বছরের মধ্যে এই প্রথম ৫-০ তে অ্যাসেজ হারা লজ্জাজনক হয় তবে পরপর তিনটি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সি বি সিরিজ জেতাটা ভীষণ আনন্দের ব্যাপার তাদের জন্য। ইনজ্যুরির সাথে সখ্য পাতিয়ে ফেলা মাইকেল ভনকেই গুরু মানছেন নির্বাচকরা। তাই ভনই অধিনায়ক।

পাকিস্তানের ইমরান খানের হাতে ৯২-এর ট্রফি

বিশ্বকাপ ২০০৭ এর গ্রুপগুলো

গ্রুপ এ	গ্রুপ বি	গ্রুপ সি	গ্রুপ ডি
অষ্ট্রেলিয়া	শ্রীলঙ্কা	নিউজিল্যান্ড	পাকিস্তান
দঃ আফ্রিকা	ভারত	ইংল্যান্ড	ওয়েষ্ট ইন্ডিজ
স্কটল্যান্ড	বাংলাদেশ	কেনিয়া	জিম্বাবুয়ে
নেদারল্যান্ডস	বারমুডা	কানাডা	আয়ারল্যান্ড

* দু'টি করে দল প্রতিটি গ্রুপ থেকে যাবে দ্বিতীয় রাউন্ড লীগ ভিত্তিক খেলায়।

প্রথম সেমিফাইনাল ঃ ২৪ শে এপ্রিল - জ্যামাইকা
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ঃ ২৫ শে এপ্রিল - স্যাইন্ট লুসিয়া
ফাইনাল ঃ ২৮ শে এপ্রিল - বারবাডোস

ব্যাটিং এ দলটি মূল ভরসা হয়ে উঠেছেন পল কলিংউড। দূর্দান্ত ফর্মে আছেন তিনি। সংগে ইয়ান বেল, অ্যান্ড্রু স্ট্রস বা পিটারসেনের দায়িত্বশীল ব্যাটিং ইংল্যান্ডকে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হাজির করবে। দলের আসল তারকা অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফা তার অলরাউন্ড নৈপুণ্যের খেয়ায় ভেসে এগুতে থাকলে ইংলিশদের থামানো কঠিন হবে। তবে বোলিং বিভাগ কিছুটা অপরিপক্ক। জেমস অ্যান্ডারসন, লিয়াম পন্সংকেট বা সাজিদ মাহমুদদের বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা নেই। বৈচিত্র্যময় স্পিনার মন্টি পানেসার বার্মি আর্মিদের জন্য আনন্দের নতুন খোরাক সন্দেহ নেই।

শ্রীলঙ্কা ঃ

দু'হাজার পাঁচে ভারত সফরে সাত ম্যাচের ওয়ান-ডে সিরিজ খেলতে এসেছিল প্রতিবেশী দেশ শ্রীলংকা। কিন্তু দূভাগ্যজনক ভাবে ১-৬ ম্যাচে সিরিজ হেরে বসে তারা। এই নিয়ে প্রচন্ড তোলপাড় চলে 'সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপে'। প্রত্যেক ক্রিকেটার আত্মসমালোচনা মগ্ন হল। খুজেঁ দেখা হয় নিজের ভুল ত্রুটি। সেগুলো কাটিয়ে ২০০৭ এ এসে শ্রীলংকা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্ত হবার পর দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিকদের হারিয়ে দিয়েছে তারা। বলতে কি ঐ সিরিজের পর খেলা ৪১টি ম্যাচের ২১টি-ই জিতেছে মাহেলার দল। বেশির ভাগ জয়ই বিদেশের মাটি থেকে এসেছে। যেমন ইংল্যান্ডকে ওয়ান ডে সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ করে দলটি। বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত দলে ফিরেছেন ভাস এবং মুরালিধরন। শ্রীলংকা বরাবরই ভারসাম্যপূর্ণ দল। ব্যাটিং এ জয়সুরিয়া পড়তি বয়সেও নবীণ সূর্যের মত তেজী। উপল থারাঙ্গা উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে দারুণ এক মৌসুম শেষ করেছেন। কুমার সাঙ্গাকারা অমিত সম্ভাবনার অপর নাম। অধিনায়কের ব্যাট কিছুটা মুডি। তবে মারভান আতাপাত্তু আগের হারানো ছন্দ এখনো ফিরে পাননি। তিলকরত্নে দিলশান বাজার চলতি। মিডল অর্ডারের নিউক্লিয়াস হিসেবে আবির্ভূত হবার সব গুণাবলী আছে সম্প্রতি দলে ফেরা ব্যাটসম্যান রাসেল আরনল্ডের। বোলিং এ ভাস কেমন তা বাংলাদেশ দলের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। ফারভিজ মাহারুফ ক্রমশ: দলের মূল স্ট্রাইক বোলার হওয়ার জন্য এগুচ্ছেন। সাথে বোলিং তোপ নিয়ে অপেক্ষারত অদ্ভূত বোলিং অ্যাকশনের মালিক মালিঙ্গা। তবে শ্রীলংকার মূল ভরসা মুরালিধরনের ম্যাজিক। জ্বলে উঠতে পারেন দিলহারা ফার্নান্ডোও।

নিউজিল্যান্ড ঃ

অস্ট্রেলিয়ায় তিন জাতির সি বি সিরিজে ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয় স্টেফিন ফ্লেমিং এর কিউই দল। তবে ক'দিন পর নিজেদের মাঠে চ্যাপেল-হ্যাডলি সিরিজের প্রথম ম্যাচে সফরকারী অস্ট্রেলিয়াকে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র তৈরী করেছে কিউই দল। দলে বড় পরিবর্তন একটি। আহত কাইল মিলসের স্থানে দলভূক্ত হয়েছেন ড্যারিল টাফি। লো ভিনসেন্টের চমৎকার ব্যাটিং অ্যাস্টলের অভাব পূরণ করবে। ফ্লেমিং বরাবরই নির্ভরযোগ্য। এ

ছাড়া ম্যাককুলাম, ম্যাকমিলান, ওরাম বা স্টাইরিস সবাই ব্যাট হাতে দুর্ধর্ষ। তেমনি বিপদজনক বোলিং ডিপার্টমেন্টে পেশায় পুলিশ শেন বন্ড। স্পিন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দক্ষ হাতে সামলাবেন ডেনিয়েল ভেট্টরি। সম্প্রতি চশমাধারী এই ক্রিকেটার ব্যাট হাতেও সাফল্য পাচ্ছেন। ভিনসেন্টের আশা এই প্রথম নিউজিল্যান্ড দল বিশ্বকে চমকে দিয়ে কাজের কাজটি করে বসবে।

বাংলাদেশ ও অন্যান্য ঃ

এ ছাড়া বাকি দল গুলো অংশ নেবে অংশগ্রহণের খাতিরে। রাজনীতির করাল গ্রাসে পড়ে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটের অবস্থা নাজুক। সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে তারা অ্যাওয়ে আর হোম এই দুই সিরিজেই হেরেছে। দলে ফ্রাইডে ক্যাস্টেন চমক দেখাতে পারে বলে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট কর্তাদের আশা।

বাংলাদেশ দল দীর্ঘ দিনের সারথী খালেদ মাসুদ পাইলটকে ছাড়াই উইন্ডিজ পানে উড়ে গেছে। যে যুক্তিতে তাকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং জাভেদ ওমরকে দলভূক্ত করা হয়েছে তা হাস্যকর। দলে নতুন মুখ এক জনই- তামিম ইকবাল। আকরাম খানের ভাতিজা আর নাফিসের ছোট ভাই বাঁ হাতি ওপেনার তামিমের ওপর অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। তবে ভারত শ্রীলংকার যে কাউকে হারিয়ে সুপার এইটে ওঠাটা কঠিন হবে বাংলাদেশের জন্য। গত বিশ্বকাপে বিশ্বকে চমকে দেয়া কেনিয়া এবার হত-দরিদ্র। এই সেদিন বাংলাদেশের কাছে হোম আর অ্যাওয়ে সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হয়েছে আফ্রিকান দলটি। এবার অংশ গ্রহণই হবে সারকথা। একই রকম সিদ্ধান্তে আসা যায় স্কটল্যান্ড, কানাডা, আয়ারল্যান্ড,বারমুডা বা নেদারল্যান্ডস সম্পর্কেও।

ভারতের কপিল দেবের হাতে '৮৩-এর ট্রফি

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ

সবশেষে বলি স্বাগতিকদের কথা। সব সময়ই ক্যারিবীয় অঞ্চলে প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের দেখা মিলেছে। তবে তাদের উত্তুঙ্গ সময় আসে ষাট দশকে। সত্তর দশকে এসে তো অবস্থা পুরো পোয়াবারো। বলতে কি অঘোষিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নই তারা - অঘোষিত এই জন্য যে তখনও বিশ্বকাপ ক্রিকেটের গোড়াপত্তন হয়নি। এই মর্যাদা তারা আশির দশক পর্যন্ত যত্নে ধরে রাখে। দলটি ৮০'র দশকে এক টানা ১১ টি টেস্ট ম্যাচ জিতে তৎকালীন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিল। তখন পুরনো শত্রু ইংল্যান্ডকে দু'বার ৫-০ টেস্টে চুনকাম গড়ার ইতিহাসও রয়েছে তাদের। তবে পুরো নব্বই দশক এবং পরের সাত বছরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রমশ: তাদের শক্তি হারিয়ে নির্জীব হয়েছে। মাঝে মধ্যে দু'একটি চমক দেখালেও দলগত অবস্থান নীচেই থেকে গেছে তাদের। এর প্রধান কারণ ডব্লু আই সি বি ক্রিকেটটকে সেখানে 'অ্যামেচার' থেকে প্রফেশনাল করতে পারেনি। তাছাড়া সামগ্রিক অর্থনীতির অবস্থা পড়ে যাওয়াও এর জন্য কতকটা দায়ী। নিঃসন্দেহে ক্রিকেটের বরপুত্র ব্রায়ান চার্লস লারার শেষ বিশ্বকাপ এটি। এই বিশ্বকাপ সেই ক্রেজ ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে। লারা সর্বস্ব হলেও সম্প্রতি প্রাক্তন অধিনায়ক চন্দরপল দারুন খেলছেন । তাকে যদি পয়লা সারির অন্যরা যেমন গেইল, সারওয়ান, স্যামুয়েলস, স্মিথ যোগ্য সহায়তা দেন তাহলে লড়বার মত পুঁজি ওয়েস্ট ইন্ডিজ জড়ো করতে পারবে। প্রশ্ন হল সেই পুঁজিকে ডিফেন্ড করবার মতো যোগ্য বোলিং লাইন তাদের আছে কি? কলিমোর, টেইলর, রামদিন, ব্রাভো, পাওয়েল কতটা করতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। চার পেস ব্যাটারির দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে কখনো মানসম্পন্ন বোলারদের অভাবে ভুগবে তা কে ভেবেছিল?

প্রধান দলগুলোর যে কেউ এবার জিততে পারে কাপ। হয়তো অস্ট্রেলিয়া এবার আর ডিফেন্ড করতে পারবে না শিরোপা। পর পর চারটি ওয়ান-ডে তে পরাজয়ই হয়তোবা তার বড় ইঙ্গিত। হয়তো প্রথম বারের মত শিরোপার স্বাদ পেতে চলেছে দঃ আফ্রিকা বা ইংল্যান্ড অথবা কিউই দল। স্বাগতিক হিসেবে শিরোপা নিজের ঘরে রেখে লারার দল চাইবে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে। আর আমরা চাইব একটি চমৎকার,সার্থক আর টান টান উত্তেজনাপূর্ণ বিশ্বকাপ প্রত্যক্ষ করতে। ❐

জহিরুল ইসলাম নাদিম পেশায় ডাক্তার, লিখছেন পড়শীর খেলাধূলা পাতায় নিয়মিত। দেশের পত্রপত্রিকায় এখনও লিখছেন নিয়মিত।

ঢাকা থেকে

দ্বিতীয় পর্বে... ১৫ পৃষ্ঠার পর

আর চার বছর পর ২০১১ সালে দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশে বসবে বিশ্বকাপ। বাংলাদেশও যার অংশ। সেই বিশ্বকাপের যোগ্য আয়োজক হতেই মাঠের পারফরমেন্সেও এগিয়ে থাকতে চার বঙ্গশার্দুলরা। পারবে তো?

প্রায় মাসখানেক আগে বাংলাদেশ দল উড়ে গেছে ক্যারিবিয়ান রাজ্যে। কারণ বিশ্বকাপ শুরুর আগে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ঠিকমতো সেরে নেয়া। বারমুডা ও কানাডার সাথে দুটি ওয়ান-ডে এবং স্কটল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের সাথে বিশ্বকাপের আনুষ্ঠানিক দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাশার বাহিনী। শুভ কামনা রইল তাদের জন্য। ❐

রেজওয়ানউজজামান দৈনিক ইত্তেফাকের ক্রীড়া রিপোর্টার।

ঢাকা থেকে।

দ্বিতীয় পর্বে ওঠার লড়াই বাংলাদেশের

রেজওয়ানুজ জামান

কয়েকদিন আগের ঘটনা। আমাকে একটি পাক্ষিক থেকে বলা হল বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠেছে এমন কল্পনাপ্রসূত লেখা লিখতে হবে। একঘেঁয়ে লেখার মাঝে নূতনত্ব খুঁজে পেয়ে এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু লিখতে বসেই বাধল বিপত্তি। কেন? বাংলাদেশ যদি সত্যি বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে তাহলে সে সময় দেশে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বার্বাডোজে কি অবস্থা হবে সে কথা চিন্ত া করতে যেয়েই দেখি মাথা রীতিমত ঘুরছে। বাংলাদেশ বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলছে এই নিয়ে লেখাটা যেমন ছেলেমানুষী ঠিক তেমনি এটা ভাবা আরো ছেলেমানুষী। অন্তত ২০০৭ সালের বিশ্বকাপের জন্য তো বটেই। সেই বিশ্বকাপে খেলতে বেঙ্গল টাইগাররা দেশ ছেড়ে গেছে সেটাও ক'দিন হয়ে গেল। প্রথম পর্ব টপকে দ্বিতীয় পর্বে খেলাটাই হবে বাশার বাহিনীর সেরা সাফল্য। এমন টার্গেট পূরণ করবেন এমন ঘোষণা জোর গলায় দিয়ে যেতে পারলেন না হাবিবুল বাশার।

ক্রিকেট বিশ্বের মহামিলন ক্ষেত্র বিশ্বকাপ ক্রিকেট। হয়তবা বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের সেরা ইভেন্টগুলোর তালিকায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের অবস্থান প্রথম সারিতে নেই। তারপরও বিশ্বকাপ বলে কথা। বাংলাদেশে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা ক্রিকেট এবং এর বিশ্বকাপ বাড়তি জায়গা দখল করে আছে। দেশের সবার হৃদয়ে এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশীদের কাছে। তাই তো বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে ঘিরে এত উন্মাদনা। বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ না নিয়েও যতটা আগ্রহ, উত্তেজনা দেখা গেছে দেশজুড়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের অংশ হয়েও তারচেয়ে কম আয়োজন সবার মাঝে। বত্রিশ দেশের বিশ্বকাপ ফুটবলের কাছে ১৬ দেশের বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে ছোট মনে হতেই পারে।

দ্বিতীয় পর্বে উঠার আশায় বাংলাদেশ দল

ছোট হলেও বাংলাদেশ দলের জন্য চ্যালেঞ্জটা কিন্তু বিশাল বড়। ভারত, শ্রীলংকার মত শক্তিশালী দু'দেশের যে কোন একটিকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় পর্বে ওঠার চ্যালেঞ্জ সামলে নিতে পারবে তো বাংলাদেশ? ঢাকা ত্যাগের আগে অধিনায়ক হাবিবুল বাশার অবশ্য তার স্বপ্নের কথা বলে গেছেন। আপাত দৃষ্টিতে হয়ত কঠিন মনে হতে পারে দ্বিতীয় পর্বে খেলাটা। কিন্তু ভারত ও শ্রীলংকা দু'দেশকেই হারানোর অভিজ্ঞতা আছে আমাদের। সেরা খেলা খেলতে পারলে জয় অসম্ভব নয়। গ্রুপে বাংলাদেশের তৃতীয় প্রতিপক্ষ বারমুডাকে সহজে হারানোর কথা ভাবছেন সেনাপতি। শুধু দ্বিতীয় পর্বে ওঠাই নয় ২০০৩ বিশ্বকাপে ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার চাপটাও থাকবে বাংলাদেশের সামনে। কানাডা, কেনিয়ার কাছে লজ্জাজনক দুঃখ স্মৃতিটুকু ভুলে যাবার মোক্ষম সুযোগ এখনই। আর ভাগ্যের কি খেলা, ২০০৩ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের অনিয়মিত সদস্য হাবিবুল বাশার এখন দলের নেতৃত্বে আর তখনকার অধিনায়ক খালেদ মাসুদ নিজেই এখন জাতীয় দলের বাইরে।

অধিনায়কের কণ্ঠের সুর প্রতিধ্বনিত হল ডেভ হোয়াটমোরের কণ্ঠেও। প্রায় চার বছর হতে চলল বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব পালন করছেন হোয়াটমোর। সাফল্য-ব্যর্থতা, আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়েই এই সুদীর্ঘ সময় অতিক্রম করে চলেছেন। বিশ্বকাপ পর্যন্তই তার মেয়াদ। বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সই বলে-দেবে তাকে আরো দীর্ঘ সময় চাইবে কিনা বাংলাদেশ। মাঝে ভারত, অস্ট্রেলিয়ার কোচ হিসাবে তার নাম শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত কেউই আগ্রহী হয়নি হোয়াটমোরকে নিতে। কোচ হিসাবে তার টেকনিক্যাল দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্স সে প্রশ্নের উত্তর দেবে। হোয়াটমোর নিজেও অবশ্য চিন্তিত। আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ দ্বিতীয় পর্বে পৌঁছাতে পারবে। সব সময় ব্যাক্তিগত পারফরম্যান্সের উপর জোর দিয়ে আসা কোচ এবার দলগত নৈপুণ্যের উপর আস্থা রেখেছেন। সবার সম্মিলিত নৈপুণ্য দলীয় সাফল্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন কোচ।

কোচ,ক্যাপ্টেনের পাশাপাশি খেলোয়াড়রাও স্বপ্নের জাল বুনছেন বিশ্বকাপে নিজেদের মেলে ধরতে, দেশকে সাফল্যের চূড়োয় ওঠাতে। তাইতো সহ অধিনায়ক শাহরিয়ার নাফীস বললেন, আমি চাইব বিশ্বকাপে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে মেলে ধরতে। এটাই সেরা সময় ভাল কিছু করার। বিশ্বকাপে ভাল খেললে বিশ্বের দরবারে নিজেকে এবং দেশের নামকে আরো ভালভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বাধিক ৩ সেঞ্চুরিয়ান শাহরিয়ারের জন্য গত বছরটা দারুন কেটেছে। এক হাজারেরও বেশি রান করে ওয়ানডের শীর্ষে ৫ ব্যাটসম্যানের মধ্যে নিজের নামটিও ঢুকিয়েছিলেন। যেমনটি করেছিলেন মাশরাফি বিন মোর্তজা। তার অবস্থান আরও উপরে। নড়াইল এক্সপ্রেস খ্যাত মাশরাফি ৪৯ উইকেট নিয়ে গত বছর ছিলেন সর্বাধিক ওয়ানডে উইকেট শিকারী। বিশ্বকাপটা তার কাছেও আলাদা গুরুত্ব বহন করে। যে কোন দলের বিরুদ্ধে ভাল খেলার চেয়েও বিশ্বকাপ ভাল খেলাটা বাড়তি আনন্দ দেবে। যদিও উভয় ক্ষেত্রে ভাল খেলা দলের জন্য কাজে লাগে। শাহরিয়ার,মাশরাফির মত বাংলাদেশ দলের অধিকাংশ সদস্যের জন্যই প্রথম বিশ্বকাপ মিশন এটি। হাবিবুল বাশার, মোহাম্মদ রফিক ছাড়া সবাই প্রথম বিশ্বকাপ খেলার স্বাদ গ্রহণ করতে চলেছেন। তারুণ্যের টগবগে রক্ত বয়ে চলেছে সবার শিরা-উপশিরায়। অপেক্ষার পালা যেন শেষ হবার নয়।

ক্রিকেটারদের মত বাংলাদেশ দলও ২০০৬ সালের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু করেছে নতুন বছর ২০০৭ সাল। আর এ বছরেই এসেছে বিশ্বকাপ।

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন... দ্বিতীয় পর্বে

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান

জিয়াউল করিম লোটাস

বাংলাদেশের খেলাগুলো দেখতে আমরা ক'জন ত্রিনিদাদ টোবাগো যাচ্ছি। আমাদের দলে থাকছে কামরুল ভাই, আন্দালিব ও শিলা, তপু, ইকবাল ও আনোয়ার। ইতিমধ্যে আমরা টিকেট পেয়ে গেছি আর বাংলাদেশ থেকে পতাকা ও ব্যানার চলে এসেছে। আমরা সাতজন BANGLADESH-র সাতটি অক্ষর বহন করবো ষ্টেডিয়ামে। আমাদের আরও দরকার হবে তিনজন বাঙ্গালী। পেয়ে যাবো বোধ হয়। তারপর শিলা 'GO TIGER, GO' একটা ব্যানারও আনিয়েছে।

এবার পরিসংখ্যানের দিকে আসা যাক এক এক করে। এ পরিসংখ্যানটা বাংলাদেশের শুধু বিশ্বকাপের আসরে।

* বাংলাদেশের জয়ের অনুপাত বিশ্বকাপের আসরে ২০%, ১১তম অনুক্রম ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতিহাসে।

*২০০৩ সালে বিশ্বাকাপে জুবায়ের যখন প্রথম মাঠে নামে, তিনি হন বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়, ১৭ বছর ৭০ দিন। তার পরিসংখ্যান ছিল সেই খেলায় ওয়েষ্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৮-০-৪৬-০। ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়।

* বাংলাদেশ একমাত্র আইসিসির পুরো সদস্য যে ধারাবাহিক দুটি ম্যাচ জিতেনি বিশ্বকাপে।

বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক হাবিবুল বাশার চাচ্ছেন দ্বিতীয় পর্বে যেতে

* বাংলাদেশ তাদের শেষ ছ'টি ম্যাচ হেরেছে বিশ্বকাপে। (একমাত্র জিম্বাবুয়ে, হল্যান্ড, কেনিয়া এবং শ্রীলঙ্কা এর চেয়ে খারাপ হারার ইতিহাস আছে।)

* বিশ্বকাপের ইতিহাসে বাংলাদেশ ঘটায় অন্যতম অঘটন ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপে নর্থাম্পটান পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে। তার মাত্র একবছর পর বাংলাদেশ টেষ্ট ষ্টেটাস পায়।

* পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম যারা বিশ্বকাপে কোন শতরান করেনি। বারমুডা, আয়ারল্যান্ড, কেনিয়া ও স্কটল্যান্ড অন্য দেশগুলো।

* দক্ষিন আফ্রিকা বিশ্বকাপ ২০০৩ এ যখন বাংলাদেশকে হারিয়েছিল, সেটা ছিল বিশ্বকাপের চর্তুথ সবচেয়ে ছোট ম্যাচ, মাত্র ২৮৩ বল।

* মেহরাব হোসেন ও নাইমুর রহমানের জুটি ১৯৯৯-র বিশ্বকাপে করেছিল ৮৫ রান, সর্বোচ্চ জুটিগত রান।

গ্রুপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

শ্রীলঙ্কা - মার্চ ২১ ঃ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো

গ্রুপ বি-তে বাংলাদেশ একমাত্র শ্রীলঙ্কার সাথেই বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলেছে আগে। ২০০৩ সালে সেই ম্যাচে হান্নান সরকার প্রথম বলেই আউট হয়ে যান। তিনি ছিলেন বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্বিতীয় খেলোয়াড় যিনি প্রথম বলে আউট হন। নিউজিল্যান্ডের জন রাইট ছিলেন অন্যজন।

ভারত - মার্চ ১৭ ঃ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো

মোট ১৩ বার একদিনের ম্যাচ খেলার পর প্রথম জয়ের মুখ দেখে বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে ২০০৪ সালের ২৬ শে ডিসেম্বরে। বাংলাদেশ জয়ী হয় ১৫ রানে (বাংলাদেশ ২২৯/৯, ভারত ২১৪/১

গত তিনটি ম্যাচ বাংলাদেশ হেরেছে।

বারমুডা - মার্চ ২৬ ঃ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো

বাংলাদেশ কখনই বারমুডার সাথে খেলেনি কোন আন্তর্জাতিক ম্যাচে। এটাই হবে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ। অবশ্য বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশ বারমুডাকে হারিয়েছে ৮ উইকেটে। শাহরিয়ার নাফিস করেন অপরাজিত ১০৪ রান। বারমুডা ২০৫/৮, বাংলাদেশ ২০৬/২। ❐

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের রেকর্ড

বাংলাদেশ বনাম	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	পরিত্যাক্ত
অষ্ট্রেলিয়া	১	০	১	০
কানাডা	১	০	১	০
কেনিয়া	১	০	১	০
নিউজিল্যান্ড	২	০	২	০
পাকিস্তান	৩	১	২	০
দক্ষিন আফ্রিকা	১	০	১	০
স্কটল্যান্ড	১	১	০	০
শ্রীলঙ্কা	১	০	১	০
ওয়েষ্ট ইন্ডিজ	২	০	১	১

* সর্বোচ্চ দলগত রান ২২৩-৯ (৫০ ওভার) ব পাকিস্তান, ১৯৯৯
* সর্বনিম্ন দলগত রান ১০৮ (৩৫.১ ওভার) ব দঃ আফ্রিকা ২০০৩
* সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ঃ মিনহাজুল আবেদিন ব স্কটল্যান্ড, ১৯৯৯
* সেরা বোলিং ঃ খালেদ মাহমুদ ব পাকিস্তান, ১৯৯৯
* সবচেয়ে বেশী খেলা ঃ খালেদ মাসুদ, ১১

স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে।

আকরাম খানের সেই ইনিংস

দুলাল মাহমুদ

আকরাম খানের অপরাজেয় সেই ৬৮ রানের ইনিংসের মহিমা তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। ১৯৯৭ সালের ৪ এপ্রিল কুয়ালালামপুরে আইসিসি ট্রফিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে নাটকীয় জয়ের আগে বিশ্বকাপ ক্রিকেটটা আমাদের কাছে ছিল সুদূরের এক স্বপ্ন। আমরা যারা দর্শনদারি তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম, যারা গুণবিচারি তারাই কি ভাবতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশ কখনও বিশ্বকাপে খেলবে? এমনকি ক্রিকেটাররা পর্যন্ত তাদের কল্পনাটাকে এতখানি লাগামহীন হতে দেননি। আইসিসি ট্রফির চৌকাঠ পার হওয়াটা ছিল যেখানে অসম্ভব এক স্বপ্ন, সেখানে বিশ্বকাপ! প্রশ্নই আসে না। কিন্তু সব বিস্ময় আর প্রশ্নের উত্তর হয়ে আসে আকরাম খানের সেই লড়াকু ইনিংস। সেই ইনিংসের পর বদলে যায় বাংলাদেশের ক্রিকেট মানচিত্র।

আকরাম খান

আকরাম খানের ইনিংসটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হয়ত খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না। আইসিসি ট্রফিটা পাতে দেয়ার মতো কোনো প্রতিযোগিতা নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল ইনিংস দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমন লেখায় অনেকে বিষয়টিকে আবেগতাড়িত ও অতিশয়োক্তিপূর্ণ ভাবতেই পারেন। ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার–বিশে-ষণ করলে তেমনটি মনে করার কোনো সুযোগ নেই। একটি ইনিংস একটি দেশের ক্রিকেটের খোলনলচে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে–এমনটি ক্রিকেট ইতিহাসে বোধ করি দেখা যায়নি। সেই ইনিংসটির আগে বাংলাদেশের ক্রিকেট ছিল বর্ণহীন এবং গন্তব্যহীন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের রূপ–রস–গন্ধ স্পর্শ করলেও তাতে আমাদের অংশগ্রহণ খুব বেশি ছিল না। না থাকারই কথা। ফেল করা ছাত্রকে কেইবা পাত্তা দিতে চায়? 'আইসিসি ট্রফি' নামক পরীক্ষায় বাংলাদেশ উত্তীর্ণ হতে পারছিল না কোনোভাবেই। ক্রিকেটের 'জাতে' উঠতে হলে এই সিঁড়ি টপকানো ছাড়া বিকল্প কোনো পথ বাংলাদেশের সামনে খোলা ছিল না। বাংলাদেশ এক বুক স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবারই আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয়, আর প্রতিবারই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে ফিরে আসে। স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায় শ্রীলংকা, জিম্বাবুয়ে এবং একবার নকল রাজা সাজা সংযুক্ত আরব আমিরাত। বার বারই জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায় আশার আলো। ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়ায় আয়োজিত আইসিসি ট্রফিতেও আবারো ফিকে হয়ে যেতে থাকে বাংলাদেশের স্বপ্নের রঙ। পচা শামুকে পা কাটার মতো নেদারল্যান্ডস এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে ছিল প্রকৃতির খামখেয়ালি। পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের প্রত্যাশাকে ধারণ করে 'হারকিউলিস' হয়ে যান অধিনায়ক আকরাম খান। মহাকার এক ইংনিস খেলে হয়ে উঠেন বাংলাদেশের হৃদয়।

আকরাম খানের মহামূল্যবান ও অতিকায় সেই ইনিংসের উপর দাঁড়িয়ে যায় বাংলাদেশের ক্রিকেট। বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইসিসি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। তারপর সব তো ইতিহাস। একের পর এক স্বপ্নের সিঁড়ি পেরিয়ে যায় বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ, ওয়ান ডে এবং এলিট ঘরানার টেস্ট স্ট্যাটাস। ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিষেকটা হয় স্বপ্নের মতো। স্কটল্যান্ড আর পাকিস্তানকে হারিয়ে তুমুলভাবে সাড়া জাগায় বাংলাদেশ। এরপর ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ। যদিও অভিজ্ঞতা মোটেও মধুর নয়। সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পরবর্তী বিশ্বকাপ। সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা যা হোক না কেন, এক একটি বিশ্বকাপ বাংলাদেশের ক্রিকেটের আকাশটাকে অনেক বড় ক'রে দিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার ভান্ডারে সঞ্চয় হয়েছে অনেক কিছু। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ এখন মোটামুটি পরিচিত নাম। বাংলাদেশের অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, অনেক সাফল্য অর্জিত হয়নি। আগামীতে অনেক পথ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের ক্রিকেট। কোনো একদিন হয়ত বাংলাদেশ জয় করবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শিরোপা। তবে বিশ্ব কাপে যত দিন অংশ নেবে বাংলাদেশ, ততদিন স্মরিত হবে আকরাম খানের নাম। ❒

আই সি সি ট্রফি হাতে আকরাম খান

দুলাল মাহমুদ মাসিক ক্রীড়াজগত-এর সম্পাদক। ঢাকা থেকে।

আকাশ ছুঁয়েছে যে অষ্ট্রেলিয়া

নকিব আহমেদ নাদভী

আকাশ ছেয়ে আছে অসংখ্য তারকায়। অনুজ্জল তারকালোকে একটি তারকাই জ্বলছে বর্ণময় দ্যুতি ছড়িয়ে। বিশ্ব ক্রিকেট তারকালোকে এই অত্যুজ্জল নক্ষত্রটি যে অষ্ট্রেলিয়া, সে স্বীকৃতিটুকু আজ বিতর্কের উর্দ্ধে। সৌকর্য, সৌন্দর্য আর সাফল্যের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে অষ্ট্রেলিয়া আজ ক্রিকেট বিশ্বে আধিপত্যের জাল বিছিয়েছে। ক্রিকেটে অষ্ট্রেলিয়া'র অমিত শক্তি নিয়ে কারো সংশয় নেই। প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ঈর্ষনীয় সমন্বয়টুকু রয়েছে যে দলটির সে তো অষ্ট্রেলিয়ার। ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিং এর অনিন্দ্য পারফরমেন্স দেখিয়ে অষ্ট্রেলিয়া আজ এই অবস্থানে পৌছিয়েছে। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়, সাফল্যের বরমাল্য কী অষ্ট্রেলিয়া অক্ষুন্ন রাখতে পারবে এবারের বিশ্বকাপে! শিরোপার লক্ষ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই কী পরিণত হবে একপেশে টুর্নামেন্টে।

এবার পরিসংখ্যানের দিকে নজর দেয়া যাক। প্রথম দু'টি বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছিল ওয়েষ্ট ইন্ডিজ। লয়েড-রিচার্ডসের দল ওয়েষ্ট ইন্ডিজ কুপোকাৎ করেছিল অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডকে লিলি-থমসন-শেন ওর্য়ানদের তোয়াক্কা না করে লয়েড বাহিনী পেয়েছিল শ্রেষ্ঠত্বের আসন। এবং এখন অবধি লয়েডই একমাত্র অধিনায়ক যিনি পরপর দু'বার চ্যাম্পিয়ন ট্রফি আলিঙ্গন করার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছেন। সে সুযোগটি আবারো ফিরে এসেছে রিকি পন্টিং এর কাছে। ব্যাপারটি রিকি এবং অষ্ট্রেলিয়ানদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এজন্য যে টানা তৃতীয়বারের মত চ্যাম্পিয়নশীপ ট্রফি লাভের সুযোগ অষ্ট্রেলিয়ার এসেছে। অষ্ট্রেলিয়া এই লক্ষ্যে সাফল্য পেলে রিকি পন্টিং হবেন ক্লাইভ লয়েডের পর দ্বিতীয় অধিনায়ক যিনি টানা দু'বার চ্যাম্পিয়নশীপ ট্রফি গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

আর কতদিন অসিদের চেহারায় থাকবে বিজয়ীর হাসি!

সাম্প্রতিক পারফরমেন্স অষ্ট্রেলিয়ার জন্য মোটেও সুখকর নয়। মধ্যমানের দল নিউজিল্যান্ডের কাছে শোচনীয় ব্যর্থতার পর অষ্ট্রেলিয়ানদের অনামিকায় মরণ কামড় হেনেছে। পন্টিং যতই সান্ত নার বাণী শোনান না কেন, ৩৩৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা যখন নিউজিল্যান্ড অনায়াস সাধ্য করে ফেলে তখন অষ্ট্রেলিয়ার বোলিং স্কিল নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। শেন ওর্য়ান নেই তো কী হয়েছে। ম্যাকগ্রেথ, নাথান ব্রাকেনরা তো আছে। ওদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে নিউজিল্যান্ড যখন ১০ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয়, তখন অষ্ট্রেলিয়ানদের আঁচলে মুখ ঢাকার শেষ সুযোগটুকুও খসে যায়। অষ্ট্রেলিয়ার ধ্বস এখানেই শেষ নয়। অ্যাশেজ সিরিজে ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করার পর এই ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেছে অষ্ট্রেলিয়া নিজ মাটিতে। বৃষ্টি বিঘ্নিত এই ম্যাচে ২৭ ওভারে ১৮৭ রানের লক্ষ্যমাত্রায় পৌছুতে পারেনি অষ্ট্রেলিয়া। অজুহাত হিসেবে অষ্ট্রেলিয়ানরা বলতে পারেন তাদের নিয়মিত খেলোয়াড়দের বিশ্রাম বা অনুপস্থিতির কথা। তবুও অষ্ট্রেলিয়া বলেই তো কথা! এই অজুহাতকে বড় করে দেখার সুযোগ নেই।

শক্তিমত্তার চুল চেরা বিশে-ষনে অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থান এখনো শীর্ষে। অষ্ট্রেলিয়ার টানা সাফল্য ক্রিকেটের 'অনিশ্চয়তা'কে হার মানিয়েছে। তারপরও ক্রিকেট ক্রিকেটই- বিস্ময়ের খেলা হিসেবে আজো তা স্বীকৃত। দলীয় পারফরমেন্সের ঘেরটোপ পেরিয়ে ব্যক্তি নৈপুণ্যের দ্যুতি ছড়িয়ে যে কোন অঘটনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। অষ্ট্রেলিয়াকে মোকাবেলার জন্য শচীন, ইউসুফ, কলিংউড, চন্দ্রপল কিংবা কেলীর ব্যাটই যথেষ্ট। অষ্ট্রেলিয়াকে বধ করার জন্য বড় অঙ্কের রান দরকার। শেন ওর্য়ান নেই, ম্যাকগ্রেথ নাথান অফ ফর্মে, লি ইনজুরিতে ভুগছে। এইতো সুযোগ। দ্রাবিড়, ইনজি, ফ্লেমিং, লারা কিংবা ফ্লিনটফ নিশ্চয়ই এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে প্রাণন্ত চেষ্টা চালাবে। ২৭৫ থেকে ৩০০ রানের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়াটা কারো জন্যেই অসম্ভব নয়। ব্যালেন্সড টীম হিসেবে ভারত, দক্ষিন আফ্রিকা কিংবা অসম্ভবকে সম্ভব করার তালিকায় পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডের নাম সর্বত্রই উচ্চারিত হচ্ছে। নিজ দেশের মাটিতে ওয়েষ্ট ইন্ডিজ নিশ্চয়ই অষ্ট্রেলিয়াকে স্বস্তি দিবে না। আর ইংল্যান্ডের প্রাণশক্তি সঞ্চালিত হয়েছে একটি নাম কলিংউড।

বর্তমান বিশ্ব ক্রিকেটে লড়াই মূলত দু'টো ধারায় বিভক্ত। অষ্ট্রেলিয়া বনাম অবশিষ্ট দল। টপ ফেভারিট হিসেবে অষ্ট্রেলিয়া সব দলের সমীহ আদায়ে সক্ষম। হবেই বা না কেন! দলটির নেতৃত্বে আছেন রিকি পন্টিং যিনি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেরা ক্রিকেটারের সবচে বেশী পুরস্কারে ধন্য হয়েছেন, অভিজ্ঞতায় তিনি এতই পরিপক্ক যে, পুরো ম্যাচের কর্তৃত্ব হাতের মুঠোয় আঁকড়ে রাখেন ঃ প্রায়শই দলের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। গত বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটির কথা ধরা যাক। চোখ ধাধানো নৈপুণ্যে পুরো ম্যাচটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার রয়েছে এমন পাঁচ/ছয় জন ব্যাটসম্যান যাঁদের ব্যাট শুধু রানের কথাই বলে। ম্যাকগ্রেথ, নাথানের বিধ্বংসী গোলা বেল উপড়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট। এই জয় বুভুক্ষু দলটিকে মোকাবেলার জন্য দ্রাবিড় মুখিয়ে আছে। ইনজুরি আক্রান্ত অষ্ট্রেলিয়াকে বধ করার এইতো সুযোগ। সাঁড়াশী আক্রমনের সম্ভাব্য সব সুযোগ নিয়ে প্রতিটি দলই অংক কষবে। বলাই বাহুল্য, লক্ষ্য একটি - কীভাবে অষ্ট্রেলিয়াকে বধ করা যায়।

অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। আগ বাড়িয়ে শিরোপা জয়ের সম্ভাব্য দলের কথা বলা সমীচীন হবে না। দল হিসেবে অষ্ট্রেলিয়া প্রশ্নাতীত ভাবে ফেভারিট। তবুও ক্রিকেট বলেই কথা। কে জানে নবম বিশ্বকাপ ট্রফিটি রিকি পন্টিং এর হাত ফসকে যায় কিনা! দ্রাবিড়-স্মিথ-ফ্লেমিং-লারা তৈরী হয়ে আছে নতুন অধ্যায় রচনার জন্য। ❐

নকিব আহমেদ নাদভী বাংলাদেশে থাকতে প্রচুর লিখেছেন, বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক।

এডমন্টন, কানাডা থেকে।

লারার দেশে লারা জন্মাবে না!

ফরিদুর রহমান পান্থ

জর্জ হ্যাডলি, ফ্রাঙ্ক ওরেল, গ্যারি সোবার্স, ক্লাইভ লয়েড, জোয়েল গার্নার, গর্ডন গ্রিনিজ, ডেসমন্ড হেইন্স, মাইকেল হল্ডিং, ম্যালকম মার্শাল, ভিভ রিচার্ডস, এন্ডি রবার্টস, কার্টলি অ্যামব্রোস, ইয়ান বিশপ, কার্ল হুপার, রিচি রিচার্ডসন, কোর্টনি ওয়ালস, ব্রায়ান লারা...বাঘা বাঘা নাম। চেনেন তো? এবার আরো একবার নামগুলো পড়ে নিন, পারলে মনে রাখুন। নইলে পরের প্রজন্মকে এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ইতিহাস ঘাঁটতে হতে পারে আপনাকে! অবাক হচ্ছেন, পাগল ঠাওড়েছেন? ভাবছেন ক্রিকেট পাগলরা এ নামগুলো ভোলে কী করে? পারে, খুউব পারে- 'চোখের আড়াল হলে যে মনের আড়াল হয়'। চোখের আড়াল হওয়ার প্রশ্নই আসছে কেন? কারণ খোঁজার আগে নিজেই দুটো প্রশ্নের উত্তর দিন। বিশ্বের ক'জন লোক ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শুধু দ্বীপপুঞ্জের সুন্দর দেশ হিসেবে চেনেন? ক'জনাই বা চেনেন ক্রিকেটের দেশ হিসেবে? বলবেন কে না জানে- ক্রিকেট উন্মাদনার দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তাই তো? কিন্তু ওই দিন গুজার গিয়া ভাই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন শুধুই ক্রিকেটের দেশ নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মায়েরা তাদের সন্তানদের এখন শুধু ভিভ-লারার মতো বানাতে চান না বরং মাইকেল জর্ডান-ডেভিড বেকহ্যামের মতোও তৈরি করতে চান নিজের সন্তানদের!

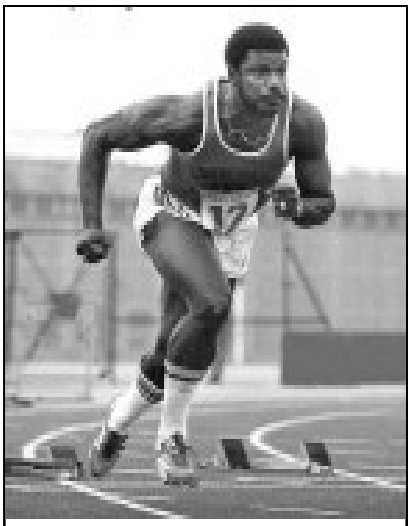

ত্রিনিদাদের আরেক কৃতি সন্তান ইসেলি ক্রফর্ড ঃ ১৯৭৬-এর দ্রুততম মানব

একটা জরিপ দেখুন - ওয়েস্ট ইন্ডিজের বর্তমান প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ক্রিকেটের অবস্থান চার নম্বরে! বাস্কেটবল-ফুটবল-অ্যাথলেটিকসের পরে! এক চিলতেও মিথ্যে নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজবাসীর কাছে স্বপ্নদেশ হলো আমেরিকা, আর স্বপ্নদেশের গ্রীনকার্ড খুব সহজেই মেলে বাস্কেটবল-ফুটবল কিংবা অ্যাথলেটিক্স খেলোয়াড় হলে। ফলে দিনে দিনে সোবার্স-লয়েড-ভিভ-লারাদের দেশে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে ক্রিকেট, পিছিয়ে পড়ছে। কমছে ক্রিকেট মাঠের দর্শকও। যদিও ১৯৫৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপপুঞ্জগুলো একত্রীভূত হয়েছিলো শুধু ক্রিকেটকে পুঁজি করেই। লক্ষ্যর ছিলো সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে দ্বীপগুলোকে এক করা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক হয়েছে সত্যি। ক্রিকেটই তাদের এক করেছে- এ কথা আরো সত্যি। তবে এটা এখন আর ঠিক নয় যে, ক্রিকেটই ওয়েস্ট ইন্ডিজবাসীদের-একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। তাই বলে লারার দেশে লারা জন্মাবে না? জরিপে শঙ্কা বাড়িয়েছে। কে জানে- ভবিষ্যতে হয়তো লারার মতো না বানিয়ে ছেলেকে জিনেদিন জিদানই বানাতে চাইবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মায়েরা!

কী, বিশ্বাস করতে মন চাইছেনা তো? চলুন একটু ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপগুলোর স্পোর্টস সম্পর্কে জেনে নিই। প্রথমেই এন্টিগুয়া। অপরূপ সৌন্দর্যের দ্বীপ রাষ্ট্র এন্টিগুয়া। এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম প্রধান ভেন্যুও এখানকার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়াম। মানতেই হচ্ছে ক্রিকেট এই অঞ্চলে এখনও দারুণ জনপ্রিয়। তবে এরই মধ্যে ওই জনপ্রিয়তায় ভাগ বসিয়েছে ফুটবল-অ্যাথলেটিক্স। অভিজ্ঞতার অভাবে এদেশের ফুটবল দল খুব বেশি কিছু করে দেখাতে পারেনি ঠিক। আবার এও ঠিক ভবিষ্যতে যে তাদের ছেলেরা ফুটবলে ধামাকা কিছু করে দেখাতে পারবেনা তা মোটেও বিশ্বাস করেন না এন্টিগুয়ানরা। যে কারণে নেই নেই অবস্থার মাঝেও বিস্তর অর্থ ঢালা হচ্ছে ফুটবলে। ফুটবলে সেরা দেশগুলোর থেকে কোচ আসছে। স্কুল থেকে ঘোষণা দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের ফুটবলার। আর অ্যাথলেটিক্সকেই বাদ দিচ্ছেন কেন। ভুলে যাচ্ছেন কেন জ্যানিল উইলিয়ামসের কথা। এন্টিগুয়ার অ্যাথলেটিকসের তরুণ তুর্কি জ্যানিল। অলিম্পিক কিংবা অমন বড় কোন আসরে ট্র্যাক থেকে পদক-টদক এনে দিলে? ক'দিন বাদে স্যার ভিভ রিচার্ডসের জায়গায় যে এন্টিগুয়ানরা তাকে বসিয়ে দেবে না, তার কোন নিশ্চয়তা আছে! অলিম্পিক গেমসে এন্টিগুয়ান সোনিয়া উইলিয়ামস আর হেথার স্যামুয়েলসরা তো রীতিমতো ট্র্যাক কাঁপাতে শুরু করেছেন। ১০০ আর ২০০ মিটার ট্র্যাকে ব্রেন্ডান ক্রিস্টিয়ান আর

ত্রিনিদাদের সন্তান ব্রায়ান লারা ঃ ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক

ডেনিয়েল বেইলিকে নিয়ে শুধু এন্টিগুয়ার অলিম্পিক অ্যাসোশিয়েশনই নয় বরং সাধারণ মানুষও বুক ফোলাতে শুরু করেছে। কিংবা ধরুন হাই জাম্পার জেমস গ্রেম্যানের কথাই- ভিভিয়ান রিচার্ডসের সমকক্ষ হিসেবে ক'দিন বাদে যে তাদের নাম উচ্চারিত হবে না তার কী কোন গ্যারান্টি দিতে পারেন! এন্টিগুয়াকে ব্যতিক্রম ভাবছেন? তো চলুন আরেক ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপদেশ বারবাডোজের দিকে তাকাই। হুম! ২০০৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ, সুপার এইটের ছয় ম্যাচসহ গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলো এখানেই হবে। এতে কোন ভুল নেই। বারবাডোজের প্রস্তুতিও শেষ। উৎসবের রঙে সাজতে মঞ্চ তৈরি হয়ে আছে আগেই। কিন্তু মনে রাখুন, এখানকার কান্ট্রি ক্লাব কোর্সে ২০০৬ সালে হয়ে গেছে ডাবি-উজিসি গলফ ওয়াল্ডকাপ টুর্নামেন্ট! গলফ খেলাটা এখন দারুণ জনপ্রিয় বারবাডোজবাসীদের কাছে। আর ফুটবল, সে তো কথাই নেই। বেশ বড়সড় ফুটবল দলও আছে বারবাডোজের। চর্চাটাও নিয়মিতই হয়। ডমিনিকাতেও হারমাইন জোসেফ-সেডরিক হ্যারিসরা দুর্দান্ত অ্যাথলেট হয়ে উঠছেন। তাদের লক্ষ নাকি অলিম্পিক জয় করে ফেরা। মাইকেল সীম্যান তাদের অ্যাথলেটিক কোচ। জ্যামাইকার কথা শুনবেন? ক্রিকেট সেখানে খুব গুরুত্বের সঙ্গেই খেলা হয়-এ কথা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু কিংস্টন কলেজ কিংবা সেন্ট ক্যাথেরাইন অল এইজ স্কুলের মতো বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে নিয়ম করে বাস্কেটবল খেলানো হয়! প্রতি বছর অনুর্দ্ধ ১৪, ১৬ ও ১৯ দলের জাতীয় লীগ হয় বাস্কেট বলের, গেলোবার এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে ৮৭টি দল। সেকেন্ডারী-হায়ার সেকেন্ডারী লেভেলে তাদের বাস্কেটবল দল আছে শতাধিক। জ্যামাইকায় খেলোয়াড়দের পাশাপাশি কোচদেরও তৈরি করা হচ্ছে। এক সময়ে শুধুই ক্রিকেটের এই দেশটিতে নেটবল আর হকিও দারুণ জনপ্রিয় এখন। রেডিও-টিভিতে এই খেলাগুলো লাইভ দেখানো হয়। আহা! ক্যারিবিয়ানদের এই দেশে যে ফুটবল খেলা হয় তা এত দ্রুত ভুলে গেলে চলবে। মনে নেই ফ্রান্স বিশ্বকাপের কথা। ১৯৯৮ সালে আর্জেন্টিনা, ক্রোয়েশিয়া আর জাপানের সঙ্গে গ্রুপ এইচে প্রতিপক্ষ ছিলো ক্যারিবিয়ান এই দেশটি। শুধু কী তাই, গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে জাপানকে ২-১এ হারিয়ে চমকেও দিয়েছিলো ফুটবল বিশ্বকে। স্কুল বালকদের কাছে 'ড্যকোস্টা কাপ' আর 'মানিং কাপ' বেশ জনপ্রিয়। রীতিমতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মাঠে নামে স্কুলের ফুটবলাররা। তবে জাতীয় লীগই বেশি জনপ্রিয়। তাই বিশ্ব জ্যামাইকাকে এখন শুধু হ্যাডলি-হোল্ডিং-ওয়ালস-জিমি এডামসের দেশ হিসেবেই চেনে না। বরং ৯৮'র ফুটবল বিশ্বকাপে এক ম্যাচে দুই গোল করা হুইটমোরের দেশ হিসেবেও পরিচিতি বাড়ছে জ্যামাইকার। তাদের সাবিনা পার্ক ক্রিকেট স্টেডিয়াম বেশ জনপ্রিয় হলেও ফুটবল স্টেডিয়ামও তৈরি হচ্ছে জায়গায়-জায়গায়। ক'দিন বাদে মানুষ সাবিনা পার্ককে মনে রাখবে তো! আরেক দেশ গ্রেনাডারও রয়েছে দারুণ এক ফুটবল দল। বিশ্বকাপ খেলা হয়নি ঠিকই তবে সেদিন বেশি নেই-এমনই বিশ্বাস ফুটবল কর্তাদের। আগামী বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখছে গ্রেনাডা। তাদের ওই স্বপ্নকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে ১৯৯৮ সালের ১৫ এপ্রিলের ম্যাচ। ওইদিন অ্যাঙ্গুইলাকে ১৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছিলো গ্রেনাডিয়ানরা। আর গায়ানারও বিশ্বকাপ খেলা হয়নি এখনও। কিন্তু তাদের দেশে ক্রিকেটার বানানোর পাশাপাশি তোড়জোড় চলছে ফুটবলের একটা জম্পেশ টিম বানানোর। সে লক্ষ্যে অনেক দূর পৌঁছে গেছে তারা। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মতো দেশ থেকে কোচ নিয়ে আসার পরিকল্পনা চলছে।

মাস খানেক আগেও স্টেডিয়ামের কাজ চলছিল ঃ ক্রিকেটের দৈন্যদশা!

এই দেশগুলোর স্পোর্টসের তথ্যগুলোও যদি আপনার মনের সন্দেহ দূর করতে না পারে তবে আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। চোখ ফেরান লারার দেশে। ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো। কী, দেশের নামটা একটু চেনা চেনা লাগছে না? খটকা লাগছে! ঠিক ধরেছেন, এদেশে লারা জন্মালেও মাত্র ক'দিন আগে জার্মানি বিশ্বকাপে ফুটবলে দাপট দেখিয়েছে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো। এর আগে শক্তিধর দল বাহরাইনকে হারিয়েই সবচে ছোট দেশ হিসেবে তারা কিন্তু ঠিকই ঢুকে গিয়েছিলো ফুটবলের বিশ্ব আসরে। এখনও কি ত্রিনিদাদকে শুধুই ব্রায়ান লারার দেশ বলবেন? ডুয়েট ইয়র্কের দেশ হিসেবে কী একবারো মনে পড়বেনা ত্রিনিদাদের কথা। তাতেও যদি আপত্তি থাকে তবে আর চারটা বছর অপেক্ষা করুন। ও দেশের ফুটবল কর্তারা বলেছেন- চমক আছে তাদের হাতে। আগামী বিশ্বকাপে নাকি মাঠ কাঁপাবে তারাই, বিশ্ব তাকিয়ে দেখবে শুধু! আর তেমনটা হলে ব্রায়ান চার্লস লারা কিন্তু ত্রিনিদানবাসীদের মনের আড়ালে চলে যেতেই পারেন! এর মধ্যে আবার ২০০১ সালে ফিফার অনুর্ধ-১৭ বিশ্বকাপও আয়োজন করে ফেলেছে ত্রিনিদাদ। আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, ত্রিনিদাদে ঘোড়দৌড়ের খেলাটাও কিন্তু জম্পেশ চলে। সেইলিংয়েও শখ আছে বিস্তর। শুধু তাই নয় অ্যাথলেটিক্স নিয়েও গর্ব করার মতো বহু কারণ রয়েছে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোবাসীদের জন্য। ১৯৭৬ সালের সামার অলিম্পিকে হাসেলি ক্রাউফোর্ড হয়েছিলেন দ্রুততম মানব। লারার মতো তিনিও কিন্তু ত্রিনিদাদেরই গর্ব। এমন আরো কিছু গর্ব করার উপলক্ষ-পাত্র পেলে আর নতুন নতুন লারা সেখানে না জন্মালে লারা কী ক্রমে স্মৃতির আড়ালে ডুবতে শুরু করবে না! আর অন্য খেলাগুলো যে হারে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে- সেই দিন কী খুব দূরে যখন ত্রিনিদাদের মানুষ ব্রায়ান চার্লস লারাকে ছবির অ্যালবামে আটকে ফেলবে?! ❐

ফরিদুর রহমান পান্থ চ্যানেল আই-র ক্রীড়া স্টাফ রিপোর্টার।

ঢাকা থেকে।

তারকা কথন ঃ স্বাগত ও বিদায়

সজল জাহিদ

এক দলের অপেক্ষা বিদায়ের, অন্যদলের অপেক্ষার নাম বিজয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজও তৈরী হয়ে হচ্ছে একাধিক তারকার বিদায় সংগীত গাইতে। একই সঙ্গে নবীন অনেকের আগমনী গানও বাজবে এখানে।

এখনো পর্যন্ত তালিকাটা খুব একটা লম্বা নয়। কলমের সীমার মধ্যে কেবল ম্যাকগ্রা আর জয়সুরিয়াকেই আপাতত পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বকাপ থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন এ দু'জন। সিদ্ধান্ত পুরনো এবং স্থির। কিন্তু বিবেচনার সীমানাটাকে একটু শিথিল করলে আরো অনেককেই পাওয়া যাবে যাদের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজই শেষ বিশ্বকাপের লড়াই। ক্যারিবিয়ান বরপুত্র বলে সবাই যাকে চেনে সেই লারাতো ঘরের উঠোন থেকেই 'বিদায়' বলার লোভকে সামলাতে পারলেন না কোন ভাবেই। লারার সঙ্গে অবশ্য ম্যাকগ্রা এবং জয়সুরিয়ার বিস্তর পার্থক্য থাকছে। পাঁচ দিনের ম্যাচকে এখনই 'না' বলবেন না টেস্ট ক্রিকেটের একমাত্র কোয়াড্রুপল সেঞ্চুরিয়ান। তবে নিজের ওয়ানডে ক্রিকেটের ক্যারিয়ারকে কফিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন বিশ্বকাপের এই আসর থেকেই।

যার যার জায়গায় সেরা এই তিন ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে কি দাঁড়ায়? নবম বিশ্বকাপে এদের দলের শেষ ম্যাচটিই হতে যাচ্ছে এদের ক্যারিয়ারের শেষ ওয়ানডে ম্যাচ। ম্যাকগ্রা আর জয়সুরিয়ার জন্য অবশ্য এটা হবে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচও। এর মধ্যে এ দু'জন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সাদা পোশাকটা তাদের গা থেকে খুলে রেখেছেন। তাতে এক ধরণের বিদায় অভিজ্ঞাতা তাদের রয়েছেই। আর লারাও এখন অনুভব করবেন বিদায়ের নোনতা স্বাদকে। সন্দেহ নেই যে একটি শিরোপা হাতে তুলে নিয়ে 'অবসর' বলার মতো আনন্দ অন্যকোন ভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়। আবার শিরোপাটি যদি হয় বিশ্বকাপের তবেতো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে অবশ্য এই তিন জনকেই এক সঙ্গে সন্তুষ্ট করার কোন সুযোগ নেই। হতে পারে নন্দিত এই ত্রয়ীর যে কোন একজন পেলেন কাঙ্ক্ষিত সেই সুযোগ। আবার নাও পেতে পারেন। তবে জয়সুরিয়ার একবার এবং ম্যাকগ্রা টানা দুই বার বিশ্বকাপের শিরোপার অংশীদার হওয়ায় তাদের চেয়ে লারার আকাঙ্খা হয়তো একটু বেশী থাকবে। তার ওপর আয়োজনের দায়িত্বে যখন লারারই অগ্রজরা, তখন ফোকাস পয়েন্টে তিনিই।

শাহরিয়ার নাফিস অপরাজিত ১০৪ রান করলেন বারমুদার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে

বিদায়ের অপেক্ষায় থাকা এই তিন তারকার ক্ষেত্রেও কিন্তু মজার তিনটি বিবেচনা রয়েছে। সে হতে পারে বিশ্বকাপের ভেতরে বা বাইরে। ফলাফল প্রায় অভিন্নই। বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ব্রায়ান লারা। এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলাতো অন্যায়ের পর্যায়েই পড়ে। বল হাতে ম্যাকগ্রাওতো সর্বকালের সেরাদের একজন, এই বুড়ো বয়সেও। আর জয়সুরিয়া তার জায়গায় অনন্য। ব্যাট হাতে ধ্বংসাত্মক, বল হাতে স্পিন ভেলকিতে উইকেটের ঘরকে ঋদ্ধ করা, এক সঙ্গেই চলে। এর মধ্যে চারটি বিশ্বকাপ খেলে পঞ্চম বিশ্বকাপটির অপেক্ষায় থাকা লারা একই সঙ্গে অপেক্ষায় আছেন বিশ্বকাপে তার হাজার রানের জন্যেও। সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজন আর মাত্র ৪৪টি রানের। লারার জন্য সুযোগ থাকছে বিশ্বকাপে নিজ দেশের সর্বোচ্চ (রিচার্ডসনের ১,০১৩) রান টপকে যাওয়ার। এমনকি ডি সিলভা (১০৬৪) এবং জাভেদ মিয়াদাদকে (১০৮৩) টপকে দ্বিতীয় সেরার অবস্থানে চলে আসারও।

সচিন টেন্ডুলকারের সাথে ফিরে আসা সৌরভ গাঙ্গুলী

ম্যাকগ্রাতো এখনই রয়েছেন বিশ্বকাপে উইকেট শিকারের দ্বিতীয় স্থানে। বিশ্বকাপের খাতায় হিসেব কষলে ওয়াসিম আকরামের ৫৫ উইকেটের পর তো ম্যাকগ্রাই (৪৫)। আর মাত্র দশ ঘর তারপরই সেরার আসনে তিনি। গত আসরে যেভাবে ২১ উইকেট নিয়ে নিলেন এবারও তেমন কোন কান্ড-কারখানা করে বসলে কিন্তু আকরামকে ছাড়িয়ে আকাশের পথই ধরবেন এই অসি সুপার স্টার। জয়সুরিয়াকে কেন পেছনে রাখা! লারার সমান পঞ্চম বিশ্বকাপকে মাথায় নিয়ে নামা লংকান মাস্টার ব-াস্টারতো বল-ব্যাট দুটোতে মিলিয়ে সবার আগেই থাকছেন। বিশ্বকাপে তার ২৭ ম্যাচে ২০ উইকেট এবং ৬৯৮ রানও কিন্তু তার বিশ্বকাপ শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষেই কথা বলে।

ম্যাকগ্রা-র শেষ বিশ্বকাপ

আগের তিন তুর্কি মাস্টারকে বাদ রাখলে বিদায়ের লম্বা এই তালিকার সদস্য হতে এর মধ্যে আর কেউ নিজের নাম উচ্চরণ করেননি। তবে শচীন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলী, রাহুল দ্রাবিড়, ইনজামামউল হক, শোয়েব আখতার, মুরালিধরন, চামিন্দা ভাস, আতাপাত্তু, হাবিবুল বাশার, মোহাম্মদ রফিক সহ আরো অনেকেই যে নিজেদের মাঠে পরের বিশ্বকাপে (২০১১ সালে দশম বিশ্বকাপে) মাঠে নামতে পারবেন না এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। এখনো ঘোষণা না দিলেও এদের মধ্যে দু'একজন বিশ্বকাপ শেষেই আবার না জানি কিছু একটা বলে বসেন।

উপমহাদেশের বাইরে গেলে স্টিফেন ফ্লেমিংই সবার সামনে। বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে টানা চারটি আসরে অধিনায়কত্ব করতে

যাওয়া ফ্লেমিংয়ের যে এটিই শেষ বিশ্বকাপ তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখছে না। সাবেক প্রটিয়াস অধিনায়ক শন পোলকও থাকছেন ফ্লেমিংয়ের পরপরই। ইংলিশ ক্যাপ্টেন মাইকেল ভন, জ্যাক ক্যালিস, শিবনারায়ন চন্দরপল, স্টিভ টিকলোসহ আরো অনেককেই যে উপমহাদেশে পরের বিশ্বকাপে পাওয়া যাবে না তা বলে দেয়া যায় তাদের বয়সের হিসেবের দিকে চোখ রাখলেই। এখানে নাম আসতে পারে গিলক্রিস্ট এবং তার দলের আরো অনেক বুড়ো তারকারও। তাছাড়া ফ্লেমিংয়েরই পথ ধরতে পারেন তার দলের ড্যানিয়েল ভেট্টরিও। উপমহাদেশের মধ্যে আবার ফিরে আসলে মোহাম্মদ ইউসুফসহ আরো কয়েকজনকে পাওয়া যাবে নিশ্চয়তার নয়, আশংকার এই তালিকায়। বিশ্বকাপ যতো পরিণতির দিকে এগুবে এইসব তারকাদের সবার চোখে মুখেও বিদায়ের এক ধরণের বিষন্ন ছায়াও পড়তে শুরু করবে।

এবার না হয় বিশ্বকাপের উল্টো পিঠটাই দেখা যাক। বিশ্বকাপের অভিষেককে স্মরণীয় করতেই নিজের সেরা অস্ত্রটিকে এরই মধ্যে শানিয়ে নিয়েছেন অনেক নবীন তারকা। মহেন্দ্র সিং ধোনী, ইরফান পাঠান, মোহাম্মদ আসিফ, ফারভেজ মাহরুফ, আফতাব আহমেদ, শাহরিয়ার নাফীস, শাহাদাত হোসেন রাজীবদেরকে একই সঙ্গে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমত ক্যারিবীয় আসরে নিজেদেরকে স্মরণীয় করে রাখা, দ্বিতীয়ত এবারের পারফর্ম্যান্স দিয়ে পরের বিশ্বকাপে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করা। এদের মধ্যে আইসিসি'র বিবেচনায় কয়েকজন বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার যেমন আছেন তেমনি নিজেদের নামের পাশে প্রতিভার রুপান্তর করার মতো সাফল্যও দেখিয়েছেন তারা। মাঝ খান থেকে প্রোটিয়াস স্টার অ্যাশওয়েল প্রিন্স, অ্যান্ড্র নেলরা যেমন লম্বা এই তালিকায় নিজেদেরকে যুক্ত করে নিয়েছেন, তেমনি নিজেদের মাঠে নিজেদেরকে মেলে ধরার জন্যও টেইলর, রামদিনরা নিজেদের স্বপ্ন সৌধকে নির্মাণ করছেন অনেক দিন থেকেই।

তবে বিশ্বকাপকে স্বাগত জানানোর দীর্ঘ এই তালিকায় একটি নাম অনেককেই অবাক করে দেবে। এরই মধ্যে ওয়ানডের সেরা ব্যাটসম্যানের সম্মান জিতে নিয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের অধিনায়কত্বের আর্ম ব্যান্ডও উঠেছে ক্রিকেট ক্যারিয়ারের কব্জিতে। অথচ এটিই তার প্রথম বিশ্বকাপ। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। তিনি আর কেউ নন, মাইকেল হাসি। হাসির মতোই ইংলিশ অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফকেও প্রায় একই বিশেষণে বিশেষায়িত করা যায়। দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভাঙা চোরা দল নিয়েই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে ভিবি সিরিজে হারিয়েও দিয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডের মাটিতে সর্বশেষ অ্যাশেজের চ্যাম্পিয়ন বয় যদি এই ফ্লিনটফ হন তবে দ্বিতীয় রানারআপ ছিলেন পিটারসেন। তাছাড়া ইংলিশ তারকা ইয়ান বেলসহ এই দলের আরো এক ঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার আছেন যাদের নামের পাশে বিশ্বকাপের নামাঙ্কিত হয়নি এখনো। এদের সবাই-ই কিন্তু এখন তাদের ব্যাট বলের চমকে গোটা ক্রিকেট বিশ্বকে চমকিত করার অপেক্ষায়।

যতোই বিশ্বকাপে বেশী সংখ্যক দেশকে অংশ নিতে দেয়া হোক না কেন, আইসিসি কিন্তু এরই মধ্যে অলিখিতভাবেই ক্রিকেট বিশ্বকে দুটি ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে টেস্ট খেলুড়ে দেশের বাইরেও অনেক তারকা হয়তো বিদায়ের অপেক্ষায় বা নতুন প্রতিভা নিজেকে শান দিচ্ছেন জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়। কিন্তু সংগত কারণেই বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে তাদের কেউই তেমন করে আলোচনায় আসতে পারছেন না। সুতারং বিশ্বকাপের অনেক আলোচনার বাইরে খানিকটা অন্ধকারেই থেকে যেতে হচ্ছে তাদেরকে। ❐

সজল জাহিদ দৈনিক ইত্তেফাক-এর ক্রীড়া রিপোর্টার।
ঢাকা থেকে।

ক্রিকেটকে ঘিরে যত ভাবনা

মাহমুদ আলী খান সুমিত

শুধু শুনি ক্রিকেট ক্রিকেট, এই ক্রিকেট ব্যাপারটা যে কি তা আমার মাথায় ঢুকে না।

তো, একবার গিয়েছিলাম ক্রিকেট মাঠে, সাথে ছোট্ট পকেট ট্রাঞ্জিস্টার। ওমা গিয়ে দেখি সারা শহর ভেঙ্গে পড়েছে স্টেডিয়ামে। আশে পাশের অন্যান্যদের মতো আমিও ট্রাঞ্জিস্টার কানে চেপে ধারাভাষ্য শুনতে থাকি। একটু পরেই শুনি আউট, আউট, ব্যাপার কি, দেখি এক খেলোয়ার মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। ও কি খারাপ কিছু করেছে? কোন ও মেয়েকে দেখে শিষ টিশ দিয়েছিল বোধ হয়। চলছে খেলা, এক সময় শুনি চার, চার। আমি গায়ের ছেলে, চার দিয়ে মাছ ধরেছি বিস্তর, কিন্তু ওখানে চার কোথায়? হয়তো কোনও খেলোয়ার ভাল খেলছিলোনা, তাই পাশে এক দর্শক বলে উঠলো শালা, হারামজাদা---। ঠিক তখনি ভাষ্যকার বলে উঠলেন 'তিনটা গালী---।'

তিনটার দুটোতো আমি নিজেই শুনেছি, ভাষ্যকার হয়তো আরেকটি বেশী শুনেছেন। দেখছি খেলা, বলা হোলো, চার উইকেট হারিয়ে...। তাহলে উইকেট হারালো কিভাবে ? উইকেট যদি হারিয়েই থাকে তো কিনে আনলেই হয়। এক সময় একজন বলে উঠলো মরা পীঁচ। এ কি রে বাবা, পীচ আবার মরলো কবে। এবার কি তবে ডাক্তার বাবু মাঠে আসবেন স্টেথিসকোপ নিয়ে।

ঐ একবারই আমি মাঠে গিয়েছিলাম, আর না। তো এবার শুনি সামনেই বিশ্বকাপ ক্রিকেট। বাংলাদেশও যাবে খেলতে। শুনেছি যে অঞ্চলে খেলা হবে, সেখানকার কয়েকটি দেশ নাকি একসাথে মিলে একদলে খেলে, নাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তা হলে তো সার্ক ভূক্ত দেশগুলো এক হয়ে খেলেন, কারো বাপের সাধ্য নেই যে হারায়।

শুনেছি ১৬টি দলকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রুপে আছে ভারত, শ্রীলংকা আর বারমুডা। ভারত আর লংকাকে নিয়ে আমার চিন্তা নেই। আমার যত দুর্ভাবনা বারমুডাকে ঘিরে। বহু জাহাজ, পে-ন শুনেছি দিকশুন্য হয়ে হারিয়ে যায়, ওদের রহস্যঘেরা ত্রিকোবে----! যদি ভ্রমন কিছু তুক তাক কয়ে বাংলাদেশের লক্ষ্যটাই ঘুরিয়ে দেয়? তাই বলছিলাম কি, ওদের সাথে খেলার আগে একটা মিলাদ পড়িয়ে নেওয়া ভাল।

মার্চের ১৩ তারিখে শুরু করে এপ্রিলের ২৮ এ ফাইনাল। কেন বাবা অলুক্ষনে দিনে খেলা শুরু করা ! আর ফাইনাল খেলা হবে বারবাডোজের ব্রীজটাউন শহরের কেনসিংটন ওভাল স্টেডিয়ামে। যার ধারন ক্ষমতা মাত্র ৩২ হাজার। আরে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামেই তো ওর থেকে দ্বিগুন দর্শক খেলা দেখতে পারে।

বোদ্ধরা বলেন, একদিনের খেলায় যে কিছুই হতে পারে। পরিসংখ্যান যদিও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এবং তারাই জেতার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে, কিন্তু মনের গভীরে কি যে এক রঙ্গীন সম্ভাবনা সাড়া দিবস রজনী শুধুই উঁকি দেয়। যদি 'যে কিছুই হতে পারে' তবে বালাদেশ.....।

আশাই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, তাইনা? ❐

মাহমুদ আলী খান সুমিত দেশে নিয়মিত লিখতেন।
লংমন্ট, কলোরাডো থেকে।